তারিখ ... 03 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১৬ ...

যুগান্তর

যৌন হয়রানির অভিযোগ

আহসানউল্লাহর শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে শনিবার দুপুরে তাকে বরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষ। তবে তাকে স্থায়ীভাবে বরখাস্তের দাবি শিক্ষার্থীদের। বরখাস্ত মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌস রাজধানীর তেজগাঁওয়ের এ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির তড়িৎ কৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ১৬ বছর ধরে এ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টরের দায়িত্বও পালন করছিলেন। তড়িৎ কৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে মাহফুজুর রশিদ ফেরদৌসের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ আছে। যৌন হয়রানির শিকার ছাত্রীরা যাতে বিষয়টি প্রকাশ ও প্রতিবাদ না করে সেজন্য পরীক্ষায় ফেল করে দেয়া হবে বলে হুমকি দিতেন তিনি। বলতেন, যদি কোনোভাবে বিষয়টি প্রকাশ পায় তাহলে নিয়মশৃংখলাবিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগও তোলা হবে। প্রয়োজনে বের করে দেয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এ কারণে যৌন হয়রানির শিকার হয়েও ছাত্রীরা মুখ বুজে সহ্য করতেন। তবে দুই মাস আগে বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হলে বিষয়টি সহপাঠীদের জানান। এরপর শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আবদুর রহিমকে লিখিতভাবে জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানিবিরোধী কমিটিতেও বিষয়টি ওঠানো হয়। তামিম নামে এক শিক্ষার্থী জানান, বৃহস্পতিবার ওই শিক্ষার্থীকে নিজের অফিস কক্ষে ডেকে সাড়ে চার ঘণ্টা আটকে রেখে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করেন ওই শিক্ষক। ওই শিক্ষার্থীকে বিষয়টি চেপে যেতে বলা হয়। তা না হলে ফল ভালো হবে না। এরপর শিক্ষার্থীর কথা রেকর্ড করে সেটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ওই শিক্ষক ছড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ তার। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শনিবার সকাল ১০টা থেকে ক্লাস বর্জন করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, অভিযুক্ত শিক্ষককে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিসি অধ্যাপক এএমএম শফিউল্লাহ বলেন, ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দু'জন ছাত্রীকে হয়রানির অভিযোগে চিঠি আসে বিভাগীয় প্রধানের কাছে। এরপর থেকে আমরা ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করি। যে মেয়ে অভিযোগ করেছে, সেই মেয়েকেও ভয়ভীতি দেখিয়ে ভিডিও করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছে ওই শিক্ষক। ঘটনা তদন্তে কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবেন না। এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষককে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়ে শিক্ষার্থীরা শনিবার বিকালেও ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিলেন। শিক্ষার্থী সিজান জানান, তারা লিখিতভাবে চার দফা দাবি জানাবেন কর্তৃপক্ষের কাছে। এর মধ্যে রয়েছে ওই শিক্ষককে স্থায়ী বরখাস্ত, আন্দোলনকারীরা ও যৌন হয়রানির শিকার ছাত্রীরা যেন পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাছে কোনো প্রকার হয়রানির শিকার না হয়।